১৮-০৮-১৬ প্রাত:মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - বাপদাদার স্মরণ আর ভালোবাসা পেতে হলে সেবাপরায়ণ হও, বুদ্ধিতে যদি জ্ঞান ভরপুর থাকে, তাহলে সেই জ্ঞানের বর্ষণ করো । "

প্রশ্ন :- কোন্ নেশা জলভরা মেঘকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়, বর্ষিত হতে দেয় না ?

উত্তর :- যদি অনর্থক দেহ - অভিমানের নেশা আসে, তাহলে জলভরা মেঘও উড়ে যাবে । বর্ষিত হলেও সেবার বদলে তা সেবা বিরোধী কাজ হয়ে যাবে । বাবার প্রতি ভালোবাসা না থাকলে, বা বাবার সাথে যোগে না থাকলে , তবে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিরূপী পাত্র খালি থেকে যাবে । এমন শূন্য বাদল অর্থাত্ যোগহীন জ্ঞান কিভাবে বিশ্ব কল্যাণ করবে !

ওম্ শান্তি । বর্ষার মেঘ অল্প সময়ই থাকবে অর্থাৎ যোগযুক্ত হয়ে জ্ঞান ধারণ না করলে সেই জ্ঞান বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যায় , বুদ্ধিরূপী পাত্র শূন্যই থেকে যায় । ঠিক যেমন বর্ষা কমে আসলে সাগরের উপর থেকে জলপূর্ণ মেঘ সরে গিয়ে চারিদিক শীতল হয়ে যায় । তেমনই এখানেও শীতলতা ছেয়ে আছে । জলপূর্ণ মেঘ অর্থাত্ জ্ঞানপূর্ণ আত্মা তাদের বলা যায় যারা রিফ্রেশ হয়ে যোগযুক্ত অবস্থায় জ্ঞানবর্ষা বর্ষণ করবে । যদি কেউ জ্ঞান বর্ষণ করতে না পারে তবে কি করে তাকে জ্ঞানপূর্ণ বলা যাবে ! এ হলো যোগযুক্ত জ্ঞান-বাদল । ওটা হলো জলপূর্ণ বাদল । জ্ঞান বর্ষা হয় ঋতুকালীন অর্থাত্ আত্মা যে সময়ে পতিত হয় । নিজেরা রিফ্রেশ হয়ে অন্যকেও রিফ্রেশ করায় অর্থাত্ নিজেদের যোগস্থিতির দ্বারা অন্যদের যোগের স্থিতির আনন্দ অনুভব করায় । যোগযুক্ত জ্ঞান-বাদলও ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠ হয় । কেউ কেউ তীক্ষ্ণ ধারায় জ্ঞান বর্ষণ করে । জ্ঞান-বাদলের কাজই হলো বর্ষণ করা আর ঝিমিয়ে যাওয়া আত্মারূপী চারাগাছকে নতুন করে রিফ্রেশ করে তোলা । যাদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে তারা কখনোই লুকিয়ে থাকে না । তাদের বাবার নির্দেশের জন্যও অপেক্ষা করতে হয় না । তারা হলই জলপূর্ণ মেঘের মতোই , যোগে এবং জ্ঞানে সমৃদ্ধ । তারা আসেই তীব্র ধারায় জ্ঞান-বর্ষার বর্ষণ করতে । যেখানেই বন্ধ্যাজমি (অজ্ঞানী আত্মা) দেখবে, সেখানে গিয়ে সেই বন্ধ্যাজমিকে সবুজে পরিণত করতে হবে অর্থাত্ অজ্ঞানী আত্মাদের উপর জ্ঞানের বর্ষণ করে আত্মাকে জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে । মহারথী বাচ্চারা সমস্ত সেন্টারের অবস্থাকে খুব ভালোভাবেই জানে । কোন্ কোন্ সেন্টার বেশী শীতল বা ঠান্ডা ! আবার কোন্ কোন্ সেন্টারের বাচ্চাদের উপর মায়ার তুফান বা ঝড়ের প্রভাব খুব বেশী ! মহারথী বাচ্চারা সেবার কাজ খুব ভালোভাবে জানে । বাবাও সবসময় বলেন, সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের স্মরণ ও ভালোবাসা দিও । এমনই ভালো ভালো জ্ঞানরূপী বাদল বা আত্মারা সেবার কাজে যাবে । প্রদর্শনীতেও কিন্তু সবাই একরস স্থিতিতে বোঝাতে পারে না। মুখ্য বিষয়ই হলো এই জ্ঞান বোঝানো । বোঝাতে হবে যে, গীতার ভগবান কি পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা, নাকি সাকার রূপে শ্রীকৃষ্ণ । খুব সুন্দর করে বোঝানোর বুদ্ধিও রাখা চাই । সারাদিন বুদ্ধিতে এই কথা রাখা চাই যে, সবাইকেই জাগ্রত করতে হবে । প্রত্যেক মানুষই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে । সবাইকেই ভালোবেসে বোঝাও যে আমাদের সকলেরই দুজন বাবা । একজন হলেন হদের আর দ্বিতীয় জন হলেন বেহদের । এই বেহদের বাবাকেই পতিত-পাবন বলা হয় । তোমাদের বাচ্চাদের এখন বুদ্ধির প্রাপ্তি হয়েছে । দুনিয়ার মানুষ বাহ্যিকভাবে চটকদার হলেও তাদের বুদ্ধি পাথর তুল্য ।

বাবা নিজেই বলেন যে এই সাধু মানুষদের আমাকেই উদ্ধার করতে হবে । এনারাও রচয়িতা আর তাঁর রচনাকে সঠিকভাবে জানেন না । সত্যযুগের পরে এই জ্ঞান ধীরে ধীরে প্রায় লোপ হতে থাকে । কিন্তু এই খবরও কেউ জানে না । শাস্ত্রতেও এই জ্ঞানের কথা কিছু লেখা নেই । শাস্ত্রের দ্বারা কারোরই সদ্গতি হয় না, গীতার তো অনেকই মান কিন্তু এ সকলই ভক্তিমার্গের । শিববাবাই হলেন পতিত-পাবন এবং তিনিই এসে রাজযোগ শেখান । তাই অবশ্যই এই রাজত্বের জন্য নতুন দুনিয়া চাই। শিববাবাই এসে এই রাজযোগ শেখান । এই কথা এখনই তোমরা জানতে পেরেছো যে , আগের কল্পে বাবা যাদের বুঝিয়েছিলেন, তাদেরই বাবা বোঝাবেন আর তারাই বুঝবে । এই লড়াই সেই লড়াই নয় যা সবসময় চলছে । ৮ - ১০ বছর ধরে চলার পর আবার বন্ধ হয়ে যাবে । বিশ্ব নাটকের নিয়ম অনুসারে যে বম্ব বানানো হয়েছে তা' কখনও রেখে দেবার জন্য বানানো হয়নি । পতিত মানুষের মৃত্যু ছাড়া সত্যযুগ কখনোই আসবে না । কিভাবে এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হবে ...তাও বুঝিয়ে বলতে হবে । শান্তি স্থাপন করা বা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া বানানো, এ একমাত্র বাবারই কাজ । বাবা বলেন যে সবার থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে একের সঙ্গেই বুদ্ধিকে জুড়তে হবে । দেহের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছুই এই দুনিয়ায় দৃশ্যমান , তার সব কিছুর সঙ্গেই এই বুদ্ধির যোগ ত্যাগ করতে হবে । এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে, তাই সর্বদা এই ঘরকেই (শান্তিধাম) তোমাদের স্মরণ করতে হবে । এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এ হলো মৃত্যুলোক । তোমরা অমরলোকে যাবার জন্য এই অমর কথা শুনছো । দেবতাদের বলা হয় দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ । এখানে তো একজনও দৈবীগুণ সম্পন্ন হয় না । কৃষ্ণের সম্বন্ধেও কতো গ্লানির কথা লিখে দিয়েছে । মানুষের বুদ্ধিতে কোনোকিছুই আসে না । এখন তোমাদের বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে, আর দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে । দৈবীগুণ কাকে বলা হয় ...তাও তোমাদের বোঝানো হয় । তোমাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে । এই হলো অন্যতম গুণ । তোমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবে যে পবিত্রতার সামনে অপবিত্র মানুষ মাথা নত করছে । সত্যযুগে সকলেই পবিত্র তাই সেখানে কোনো মন্দির থাকে না । তারপর যখন মানুষ পূজারী হয় তখন মন্দির বানানো হয়, যারা সত্যযুগে পবিত্র ছিলো, তারাই আবার বিভিন্ন জন্মের পরে পতিত হতে থাকে । আর এ হলো অনেক জন্মের সর্বশেষ জন্ম । বাবা বলেন যে ...এই পুরোনো দুনিয়া , পুরোনো শরীরকে তোমাদের ভুলতে হবে । কারণ এই পুরোনো দুনিয়া এখন শেষ হতে চলেছে । এই দুনিয়া শেষ হতে খুব বেশী সময় লাগবে না । এই পুরোনো দুনিয়া, ধন দৌলত , অর্থ , জমি-জায়গা সবই গেল বলে । অল্প দিনই বাকী আছে । দুনিয়ার মানুষ জানেই না যে এই পুরোনো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । তোমরা তাদের শোনাও, কিন্তু বিশ্বাস তো হতে হবে না ? ভগবানুবাচঃ , যখন বুঝবে তখনই বুদ্ধিতে ধারণ হবে । বাবা তোমাদের বাচ্চাদের বলেন যে ...নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । বাচ্চারাও জানে যে বেহদের বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ইনি হলেন সমস্ত আত্মাদের বাবা । সকলেই তাই ভাই - ভাই । স্বর্গে সব ভাইয়েরা সুখী ছিলো, আর কলিযুগে সমস্ত ভাইয়েরা এখন দুঃখী । সমস্ত আত্মারাই এখন নরকবাসী । কেবলমাত্র আত্মাই নয়, আত্মার শরীরও কষ্ট পায় । এখন তোমাদের বাচ্চাদের আত্ম - অভিমানী হতে হবে আর এতেই সমস্ত পরিশ্রম । মাসির বাড়ি যাবার মতো সোজা ব্যাপার নয় । এই আত্ম - অভিমানী স্থিতি তখনই পাকা হবে, যখন তোমরা এই নিশ্চয় করতে পারবে যে পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের পড়াচ্ছেন । শিববাবা এই শরীরের দ্বারাই তোমাদের পড়াতে আসেন । তোমরাও শরীরের দ্বারাই শোনো এবং তা ধারণ করো । তোমরা তোমাদের সংস্কার অনুসারে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করো । যেমনভাবে যারা লড়াই করে বাবা তাদের উদাহরণ দেন । লড়াইয়ের সংস্কার নিয়ে যে আত্মারা যাবে তারা ওই সংস্কার নিয়েই সৃষ্টি নাটকে ভূমিকা পালন করে । এখন তোমরা

বাবার সংস্কারও জেনেছ , নিরাকার, বেহদের বাবার মধ্যে কোন সংস্কার বিদ্যমান । বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । তিনি হলেন পতিত পাবন এবং জ্ঞানের সাগর । তিনিই এসে সকলকে পবিত্র বানান । বাবা বলেন – মামেকম্ স্মরণ করো অর্থাত্ একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো তাহলে তোমাদের জন্ম – জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । না হলে তোমাদের অনেক সাজা খেতে হবো পদও কিছু প্রাপ্ত করতে পারবে না । এখন বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদের সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছেন৷ বলছেন, "মনমনাভব ।" অর্থাত্ যোগযুক্ত হয়ে মন আমাতে লাগাও । গীতাতেও এই শব্দ আছে, কিন্তু মানুষ এর অর্থ বোঝে না । বাবা বলেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো । দেহের সঙ্গে দেহের সমস্ত ধর্মকে ত্যাগ করে, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাত্ পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো । এই স্মরণকেই যোগ অগ্নি বলা হয় । যোগ হলো খুব সাধারণ কথা । গীতাতেও এই কথা আছে কিন্তু শুধুমাত্র কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করায় সম্পূর্ণ জ্ঞান অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে । এখন তোমরা যখন সবাইকে বুঝিয়ে বলছো তখন সবাই বলছে এটা তোমাদের কল্পনা । তাদের কিছুই জানা হয়না । তাদের ভাগ্যে বাবার থেকে রাজ্য অধিকারই পাওয়ার নেই । প্রথমে তো এটাই বুঝতে হবে যে, ইনি হলেন বেহদের বাবা, ইনি একাধারে বাবা , শিক্ষক এবং সদ্গুরু, উঁনিই আমাদের পড়ান । এই নিশ্চয়তা সম্পূর্ণ চাই । নতুন লোকেদের এই নিশ্চয়তা আসবে এটা প্রায় অসম্ভব । কোনো কোনো বুদ্ধিমান নতুন নতুন বাচ্চারা অতি সহজেই এই কথা বুঝতে পারে । আবার কেউ কেউ তো এখানে আসেই না , তারা কিছুই বোঝে না । তাদের বুদ্ধিতে কিছুই আসে না । এত বি.কে- রা এখানে আছে, তাহলে তারা নিশ্চই বাবার থেকে এই বরসা বা সম্পত্তি প্রাপ্ত করেছে । তারা সকলেই একই পরিবারের হয়ে গেছে । নাম হলো ব্রহ্মাকুমার – কুমারী, তাহলে তো একই পরিবারের হলো তাই না ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার পরিবার কতো বড়, কিন্তু এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না । কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনাদের মূল উদ্দেশ্য কি ? তাহলে ব'লো, বাইরে বোর্ডে লেখা আছে ...প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তাহলে একই পরিবারের হয়ে গেল । দাদার থেকে তোমরা বরসা বা সম্পত্তি পাও । প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারাই শিববাবা এই রচনা করেন । তাহলে তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা, তিনিই স্বর্গের রচনা করেন, তাই তিনি অবশ্যই বাচ্চাদের এই স্বর্গের বরসা বা সম্পত্তি দেবেন । তাহলে তো এটা একটা পরিবারই হলো । বাবা, বাচ্চারা এবং দাদা সকলেই এখানে আছেন । এখানে ব্রহ্মাও আছেন এবং শিবও আছেন । শিব হলেন রচয়িতা । তিনি নিরাকার তাই কেমন করে বাচ্চাদের বরসা দেবেন । তাই ব্রহ্মার দ্বারাই তিনি এই বরসা দেন । এটা খুব ভালো করে বোঝাতে হবে । সবাইকে বলো, এ হলো তোমাদের বাবার ঘর । এখানে যে জ্ঞান বিতরণ হয় তাকে বলা হয় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ, এক বাবা ছাড়া আর কেউই এই রাজযোগ শেখাতে পারে না । গীতাতেও এই কথা লেখা আছে..."মনমনাভব" অর্থাত্ একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো । তাই আমরা ওই এক বাবাকেই স্মরণ করি । ভক্তিমার্গে তোমারা বাবাকে এই কথা বলো যে, বাবা যখন আপনি আসবেন তখন আমরা আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবো, আমরা আপনার হয়ে যাবো । আমরা আত্মারা এই দেহ ছেড়ে আপনার সঙ্গেই চলে যাবো । আপনার হলে অবশ্যই আপনার সঙ্গেই যাব । বিয়ে হলে তো সাজন সঙ্গে করে নিয়ে যায় । এই শিব সাজনও আমাদের বলেন যে, আমি তোমাদের এই দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যাবো । তারপর তোমরা নিজেদের পুরুষার্থ অনুসারে রাজপদ পাবে, যে যতটা জ্ঞান ধন ধারণ করবে, ততটাই উঁচু পদ পাবে । ছোটো ছোটো কুমারীরাও এই সেবাকাজে নিয়োজিত আছে । তাদেরই বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত মানুষদের বোঝাতে হবে, এবং এই শখও তাদের থাকা চাই । যখন কুস্তি প্রতিযোগিতা হয় তখন প্রতিযোগীরা একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করে যে এর সাথে আমি লড়াই করে বিজয়ী হবো । সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের আরামে নিদ্রা যাওয়া উচিত

নয় । আরামে অপবিত্রতা আসে । যারা নিজেদের মহারথী মনে করো তাদের সুখে নিদ্রা যাওয়া উচিত নয় । এই সেবার উপরই তাদের নজর দিতে হবে । আজকাল বাবা অনেক প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন । তাই বড় - বড় লোকেদের নিমন্ত্রণ দাও । এখন যদি না করো তাহলে পিছনে আসতে হবো সাধু সন্ত যাদেরই তোমরা পাও তাদের জাগ্রত করার চেষ্টা করো, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য মহারথীদের চাই । যার বাবার সঙ্গে যোগ নেই, ভালোবাসা নেই তারা হলো জলকণা শূন্য মেঘের মতো যা বর্ষিত হয় না । তারা আর কি কাজ করবে । এ তো তোমরা জানো যে জ্ঞানীদের থেকেও অনেকসময় অজ্ঞানী আত্মারা এগিয়ে যাবে । সবাই নিজেরা বোঝার চেষ্টা করো যে ...আমরা কতটা এই পড়া ধারণ করতে পেরেছি । সেবা করে যেন তা দেখাতে পারি । যদি জলভরা বাদল হওয়া সত্বেও না বর্ষণ করতে পারে তাহলে সেই বাদল বা মেঘ কোন্ কাজের ? সবাইকেই নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে । যদি তোমরা দেহ- অভিমানের নেশায় থাকো তাহলে উঁচু পদ চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলবে । বাবার তো এই সেবার জন্য কত শখ আছে । সরকারকে বোঝাও যে আমাদের হল দাও । যেখানে গিয়ে আমরা এই রুহানি সেবা করে আত্মাদের মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে পারি । বাবা এসেছেন রাজযোগ শেখাতে কিন্তু যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে । যারা ভালো ভাষণ দিতে পারে না, তারা বোঝাতেই পারবে না । তাহলে তারা উঁচু পদও পেতে পারবে না। যারা এই সেবাকাজ করবে তারাই এই উঁচু পদ পেতে পারবে । বড় বড় লোকেদের লিখে জানাও যে এই জ্ঞান ছাড়া ভারত তথা দুনিয়ার কোনো কল্যাণই হতে পারেনা । এই জ্ঞানের শিক্ষা হলো মুখ্য বিষয় । এই লক্ষ্মী - নারায়ণও এই শিক্ষার দ্বারাই উঁচু পদ পেয়েছেন । আগের কল্পে তারা রাজযোগ শিখেছিলেন । তোমরাও এখন এখানে এই পড়াই পড়ছ । যেমন স্কুলে ছাত্ররা জানে যে আমরা এই পরীক্ষায় পাশ করে এই হতে পারবো । এই জ্ঞান কেবল তোমরাই পাও বাকী এই জ্ঞান এই দুনিয়ার মানুষদের জন্য নয় । তোমরাও এই পড়া পড় ভবিষ্যত ২১ জন্মের প্রালব্ধ বানানোর জন্য । আর এই দুনিয়ার মানুষ পড়ে এই এক জন্মের সুখের জন্য । সুতরাং এই লৌকিক পড়াও যেমন পড়তে হবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এই ঈশ্বরীয় পড়াও পড়তে হবে, এতে ভয়ের কোনো কথাই নেই । এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কেন প্রয়োজন ? ছবি নিয়ে সবাইকে তা বোঝাতে হবে । বলো, এই জ্ঞান সবার জন্য অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু বাচ্চারা শোনার জন্য প্রস্তুতই থাকে না । তারা চাকরী বা অন্য কাজে নিজেদের আটকে রাখে । যারা বন্ধনমুক্ত তাদের অবশ্যই এই সেবা কাজে লেগে যাওয়া উচিত । সবাই তো বাবার শ্রীমতে চলে না । মাঝে মাঝে মায়া এসে বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করে । কোনো কোনো বাচ্চাদের অনেক শখ আছে, কিন্তু তাদের নেশা থাকে না যে অনেকের কল্যাণ করি । তাই বাবাও বলেন , যখন তোমরা পরিণত হয়েছো তখন এতো হোঁচট খাচ্ছ কেন ? তোমরা বলো যে আমাদের ভারতের উদ্ধার করতে হবে । সত্যিকারের সেবা করে মানুষকে দেবতা বানাতে হবে । বাবার তো আশ্চর্য লাগে যে তোমাদের নেশা নেই তাই তোমরা এখনও রজো বুদ্ধিতেই আছো । তোমাদের সামনে কিন্তু সুযোগ অনেক আছে । এমন অনেকেই আছে যাদের জ্ঞানের অহংকার তাই তাদের দ্বারা অনেক সেবা বিরোধী কাজ হয়ে যায় । যেমন গুড় আর গুড়ের বস্তাই জানে তার মধ্যে কতটা মিষ্টত্ব আছে । এদের উপর রাহুর গ্রহণ লেগে যায় । বৃহস্পতির দশা(শুভ সময়) চলে গিয়ে রাহুর দশা(অশুভ সময়) এদের গ্রাস করে । এখনই দেখো এরা ভালোভাবে চলছে, আবার দেখো কুগ্রহের দশা এদের গ্রাস করলো, তখনই এদের পতন হতে থাকে । বাচ্চাদের তো অনেক বড় বাহাদুর হতে হবে । অনেক দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের কাঁধে নিতে হবে । আমরা এই ভারতকে স্বর্গবাসী বানিয়েই ছাড়বো । তোমাদের ধর্মই হলো নরকবাসীদের স্বর্গবাসী বানানো, দুর্নীতিপরায়ণ মানুষদের শ্রেষ্ঠ আচারণ সম্পন্ন

মানুষে পরিণত করা । বাবা তো তোমাদের অনেক নেশাই তৈরী করান কিন্তু তোমরা তা নম্বরের ক্রমানুসারে গ্রহণ করতে থাকো । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি সিকীলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বন্ধনমুক্ত হয়ে ভারতের সত্যিকারের সেবা করতে হবে । রুহানি সেবা করে মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে হবে । জ্ঞানের অহংকার থাকা চলবে না । রুহানি নেশাতে থাকতে হবে ।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে প্রথমে নিজের আবস্থাকে মজবুত করতে হবে । দেহের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু লৌকিক সম্বন্ধ আছে সমস্ত কিছুকেই ভুলে এক বাবার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ জুড়তে হবে ।

বরদান :- নিষ্কাম সেবার দ্বারা বিশ্বের রাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য বিশ্ব কল্যাণী , দয়ামনোভাব সম্পন্ন হও।

যিনি নিষ্কাম সেবাধারী হবেন , তার কখনোই এমন সংকল্প আসবে না যে আমি এতকিছু করলাম, এত করার জন্য আমার অনেক মান সম্মান আর মহিমা হওয়া উচিত । এটাও এক ধরনের চাহিদা । দাতার সন্তান যদি যদি কখনো গ্রহীতার সংকল্প করে তাহলে তাকে কখনোই দাতা বলা যাবে না । দাতার তুলনায় এই গ্রহীতার মনোভাব কখনোই শোভনীয় নয় । যখন এই গ্রহীতার সংকল্প শেষ হয়ে যাবে তখনই বিশ্ব মহারাজার পদমর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারবে । এমন নিষ্কাম সেবাধারী, বেহদের বৈরাগী প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব কল্যাণী, দয়ালু হতে পারে ।

স্লোগান :- নিজের দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া ....এও এক ধরনের পরচিন্তন ।